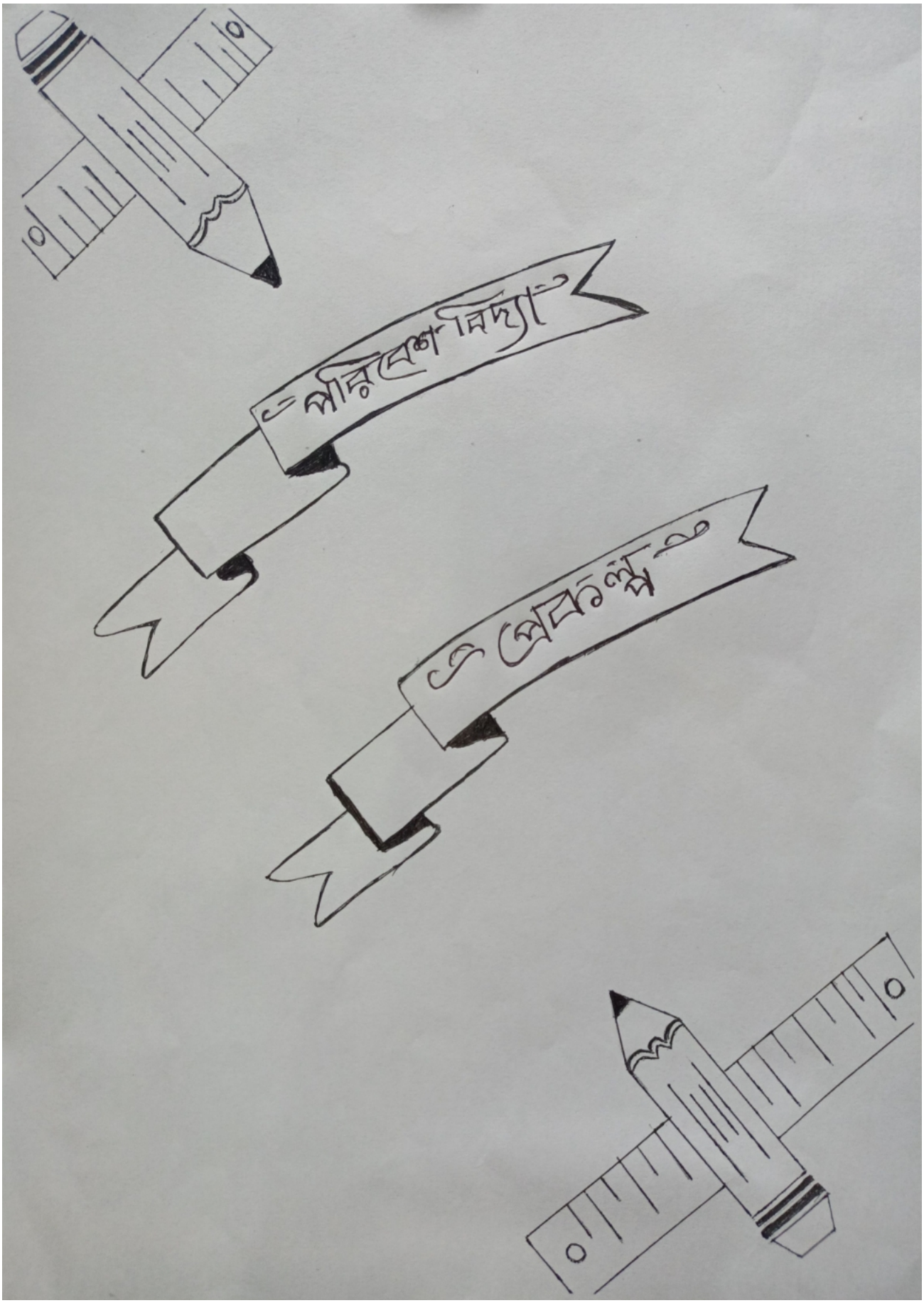

পরিবেশ বিদ্যা
প্রকল্প

Raniganj Girls' College

Course Name: Environment Studies

Course Code: AEE101

Topic of the project: Effect of population growth in India

A Project Report

Submitted by Semester-I students (Academic Year 2021-22)

Name of the student	Registration Number
ANANYA CHATTERJEE	113211210037
PRIYANKA ROY	113211210013
SUKLA MAJI	113211210051
PUNAM GHOSH	113211210060
PUJA OJHA	113211210022
PUJA RUIDAS	113211210122
SNIGDHA BOURI	113211210074

CERTIFICATE

This is to certify that this project titled "Effect of population growth in India" submitted by the students for the award of degree of B.A. Honours/ Program is a bonafide record of work carried out under my guidance and supervision.

Name of the student	Registration Number
ANANYA CHATTERJEE	113211210037
PRIYANKA ROY	113211210013
SUKLA MAJI	113211210051
PUNAM GHOSH	113211210060
PUJA OJHA	113211210022
PUJA RUIDAS	113211210122
SNIGDHA BOURI	113211210074

Place: Raniganj

Date: 18.03.2022

S. Mitra

Associate Professor, Department of Economics

Signature of the supervisor with designation and department

Kazi Nazrul University

Asansol West Bengal - 713340

REGISTRATION CERTIFICATE

This is to certify that ANANYA CHATTERJEE

Son/Daughter of BIRAJ CHATTERJEE

of RANIGANJ GIRLS' COLLEGE

is registered as a student of this University,

His/Her registration number is 113211210037 *of* 2021-22

Registrar

"Raniganj Girls' College"

B.A. Honours

Environmental Studies

PROJECT.

Name :⇒ Ananya Chatterjee.

Semester :⇒ 1st

College Roll No. :⇒ 22

Registration No. :⇒ 113211210037

of 2021-22

Date :⇒ 06/03/2022

প্রকল্পের বিষয় :⇒

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

[Effect of Population growth in India]

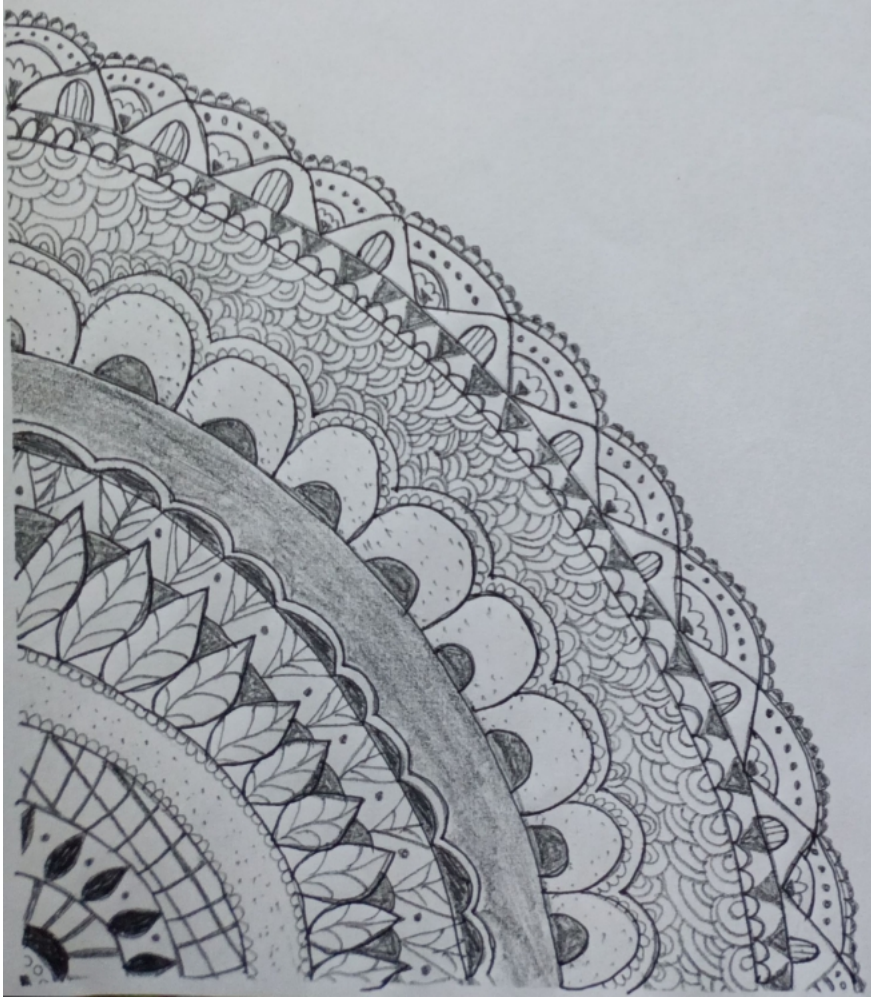

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
① সারসংক্ষেপ	01
② ভূমিকা	02-04
③ কাজের উদ্দেশ্য	05
④ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারন	06-11
⑤ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব	12-17
⑥ জনবিস্ফোরণ ও তার প্রতিকার	18-19
⑦ উপসংহার ও মন্তব্য	20
⑧ কৃতজ্ঞতা স্বীকার	21
⑨ গ্রন্থপঞ্জি	21

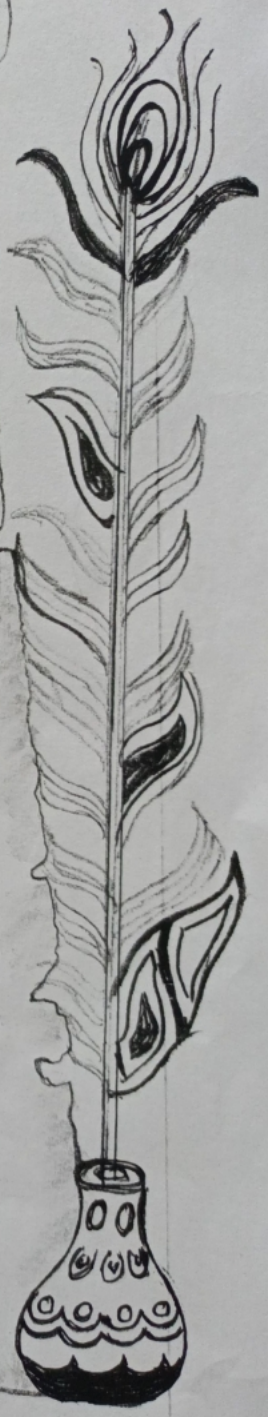

সার সংক্ষেপ

একটি অঞ্চলের জনসংখ্যার তারতম্য যুগনির্ভর বা কালনির্ভর হয়। সময়ের পরিবর্তনে জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটতে থাকে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিজেই বয়ে যাওয়া তরঙ্গের একটি লক্ষন। ঘনত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে এই সমস্যা দিন দিন আরো তীব্র হচ্ছে। সুতরাং, সেই হিসেবে ভারত একটি অতি জনবসতি পূর্ন দেশ হিসাবে গনিত হয়। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির নানা কারন রয়েছে এবং বৃদ্ধির ফলাফল রূপে ভারত যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেগুলি হল আমার এই প্রকল্পের আলোচ্য বিষয়। এমনকি এই সমস্যার সমাধানগুলি সম্পর্কে মানুষকে কীভাবে সচেতন করা যায় সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভূমিকা

'জনসংখ্যা' বা 'Population' কথাটি ল্যাতিন 'Populace' কথাটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জনগন, যেকোনো দেশের জনসংখ্যা এক মূল্যবান সম্পদ, তবে অতি অল্প সময়ে নানাকারনে এর মাত্রাতিরিক্ত বা অপরিমিত বৃদ্ধি পৃথিবীর ধারন ক্ষমতার উপর অসম্ভব বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে, বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্যসংস্থান, কর্মসংস্থান ও সমাজ পরিবেশের উপর।

কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ধারিত হয় প্রধানত জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যের উপর। ভারতেরও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারন হলো জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্য, বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারনে ভারতে জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে এই ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া কিছু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারনের

জন্যও এদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

মূলত যে-কোনো দেশের জনসংখ্যাই হলো সেই দেশের কাছে এক মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু বিভিন্ন কারণে যদি সেই জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি ঘটতে থাকে তাহলে এক ভয়ংকর সমস্যার সৃষ্টি হয়। বর্তমান পৃথিবীতে যে হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে— তা পৃথিবীর ধারন ক্ষমতার উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে। ধারন ক্ষমতার অতিরিক্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে জনবিস্ফোরন বলে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে চীনের পরেই ভারতের স্থান। বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা 135 কোটি এবং ভারতের জনসংখ্যা 124 কোটি। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের হিসাব বলছে 2025-এর মধ্যেই জনসংখ্যায় চীনকে ছাড়িয়ে যাবে ভারত। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা হলো 40 কোটি, কিন্তু

SUCCESSFUL™

Teacher's Signature.....

অনেকে মনে করেন, 2050 খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারত 160 কোটির দেশে পরিনত হবে।

⊘ নীচে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি তালিকা দেওয়া হলো :⇒

Year	Crores
1941	31.86
1951	36.10
1961	43.92
1971	54.81
1981	68.33
1991	84.43
2001	103.00
2016	126.00
2030	140.00

∴ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই চিত্রটি জনবিস্ফোরন কেই নির্দেশ করছে।

SUCCESSFUL™

Teacher's Signature.....

কাজের উদ্দেশ্য

আমার এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারন ও তার নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনের জন্য যেমন অনেকাংশেই মানুষ দায়ী, তেমনই এই সমস্যার সমাধানও মানুষকেই খুঁজে বের করতে হবে। ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য নানা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে, যেমন- 'পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহন', 'জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ব্যবহারে নারীদের উৎসাহ করা', 'শিক্ষার প্রসার ঘটানো', 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে জন্মনিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ' ইত্যাদি। এছাড়াও এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ভারত সরকারকে অবশ্যই কঠোর কোন পদক্ষেপ নিতে হবে আর তার সঙ্গে ভারতের জনগনকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির কুফলগুলি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

Teacher's Signature..........

পর্যবেক্ষন ও ফলাফল

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারন :⇒

ভারত বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৭% ভারতেই বসবাস করে। তাই পৃথিবীর প্রতি ৬ জন মানুষ প্রতি একজন ভারতীয়। ভারতের জনসংখ্যা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ও সেই বৃদ্ধির ধারা এখনো বজায় রয়েছে এবং অনুমান করা হচ্ছে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত চীনকে পেরিয়ে পৃথিবীর জনবহুল দেশে পরিনত হবে।

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রধানত তিনটি কারনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়— জন্মহার, মৃত্যুহার ও পরিব্রাজন।

SUCCESSFUL™

⊘ <u>জন্মহার</u> :⇒ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) কোনো দেশের মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যতগুলো শিশু জন্মগ্রহণ করে তার শতকরা হারকে <u>জন্মহার</u> বলে।

⊘ <u>মৃত্যুহার</u> :⇒ কোনো পপুলেশনে জীবদের মৃত্যুর শতকরা হারকে <u>মৃত্যুহার</u> বলে।

⊘ <u>পরিব্রাজন</u> :⇒ বসবাস, জীবিকা, খাদ্য সংগ্রহের জন্য বা বাধ্যতামূলকভাবে স্থায়ী বা অস্থায়ীরূপে মানুষের স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচরণ প্রক্রিয়াকে <u>পরিব্রাজন</u> বলে।

☐ পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে প্রতি বছর ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অস্ট্রেলিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার সমান। তবে এই অস্বাভাবিক জনবৃদ্ধির পিছনে কিছু কারণ অবশ্যই রয়েছে সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

SUCCESSFUL™

① উচ্চ জন্মহার ঃ⇒ প্রধানত উষ্ণ আবহাওয়া, যৌথ পরিবার প্রথা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার কারনে ভারতে জন্মহার বেশি। আর জন্মহার বেশি হওয়ার কারনে স্বাভাবিক -ভাবেই প্রদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারও বেশি।

② মৃত্যুহার হ্রাস ঃ⇒ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, সরকারি প্রচেষ্টা, জনগনের স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদির ফলে ভারতে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহারের এই হ্রাস পাওয়াই হলো ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারন।

③ দারিদ্রতা ঃ⇒ ভারত একটি কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। এখানে শিল্পের বিকাশ এখনো তেমনভাবে সম্ভব হয়নি। তাই মানুষের কাজের সুযোগ কম বলে বেকারত্ব তথা দারিদ্র্যের হার অনেক বেশি। তাই ভারতে দারিদ্রতা ও বেকারত্ব ভারতে

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

☐ এছাড়াও অনেক সময় দরিদ্র পরিবারের মানুষদের বিশ্বাস হয় অধিক সন্তান হলো অধিক আয়ের উৎস। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ভারতের দরিদ্র পরিবারগুলিতে অধিক সন্তান লাভের প্রবনতা দেখা যায়। ফলে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি হয়।

④ বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ :⇒ ভারতীয় সমাজের সর্বত্র এখনও শিক্ষার আলো পৌঁছায় নি তাছাড়া ভারতীয় সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা কম বলে তাদের মতামত না নিয়েই খুব অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও আইন অনুযায়ী ছেলেদের 21 এবং মেয়েদের 18 বছরের নীচে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবুও ভারতের গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহের মতো ঘটনা এখনও ঘটে চলেছে যা ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এক অন্যতম কারন।

Teacher's Signature.....

SUCCESSFUL™

এছাড়াও আবার কোনো কোনো ধর্মে বহুবিবাহকে মান্যতা দেওয়া হয় বলে জন্মহার বেড়ে গিয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়।

(৫) পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা :⇒ ভারত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হওয়ায় এখানে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানের চাহিদা বেশি। কারন পুত্র সন্তান হল বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতার নিরাপত্তা ও পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী। তাই একাধিক কন্যা সন্তান লাভের পরেও পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্খা ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারন।

(৬) শরণার্থীর আগমন :⇒ স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে উদ্বাস্তু সমস্যার কারনে শরণার্থীর আগমন ও অনুপ্রবেশের ফলে ভারতের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন 1970-এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশী হিন্দুরা উদ্বাস্তু অথবা শরণার্থী হিসাবে ভারতে প্রবেশ করে এদেশে বসবাস করতে শুরু করে। এর ফলে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Teacher's Signature.....

SUCCESSFUL™

(৭) সরকারি প্রচেষ্টার অভাব :⇒ চীন সরকারের মতো ভারত সরকারের মতো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন মূলক আইন বা নীতি প্রনয়নের কোনো সদিচ্ছা দেখা যায় না। তাই ভারতের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

উপরিউক্ত কারনগুলি ছাড়াও 'চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি', 'শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কার', 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রন', 'ধর্মীয় কারন', 'পরিবার পরিকল্পনার অভাব', 'জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা না থাকা', 'কৃষিনির্ভর সমাজ' প্রভৃতি প্রতিটি কারনই জন্মহার ও মৃত্যুহারকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। যার ফলে ভারতের জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Teacher's Signature.....

❖ পপুলেশনের বৃদ্ধির ধরন :⇒

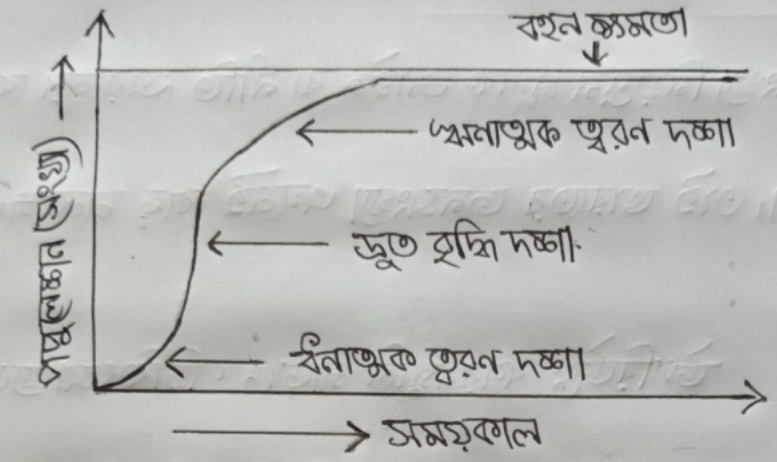

চিত্র ⇒ 'S' আকৃতির লেখচিত্র

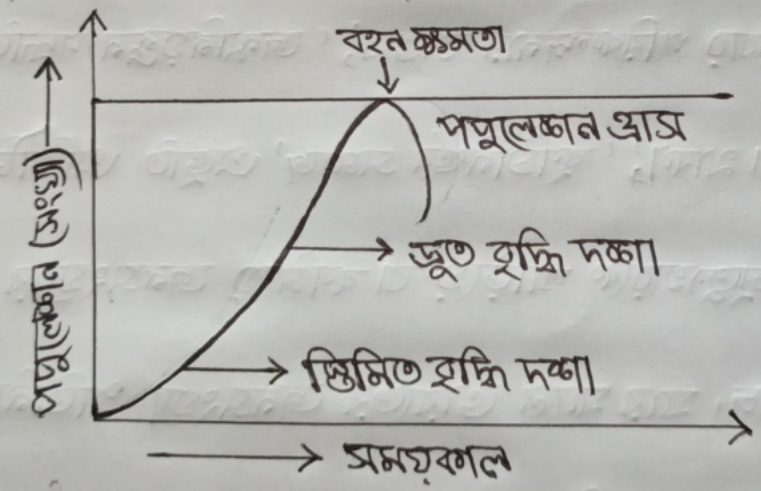

চিত্র ⇒ 'J' আকৃতির লেখচিত্র

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব :⇒

যেখানে প্রতিটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় জীবনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সেখানে ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে এই ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় জীবনে উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি বলে এইসব দেশগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল বা সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল - পরিবেশের অবনমন তথা পরিবেশ দূষন। বর্দ্ধিত জনসংখ্যা ও তার সাথে বিভিন্ন মনুষ্য কার্যকলাপ পরিবেশের বিরল ক্ষমতাকে অতিক্রম করে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেই ক্ষত পূরন করা পরিবেশের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। নিম্নে ভারতের

Teacher's Signature.....

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

① জাতীয় আয়ে বাধা :⇒ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার মন্থর হয়ে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে কিন্তু দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় গাণিতিক হারে। ফলে মোট উৎপাদনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কমবে এবং জাতীয় আয়ে বাধার সৃষ্টি করবে।

② বেকারত্ব বৃদ্ধি :⇒ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থানের উপর চাপ বাড়ছে। ভারতের মতো কৃষিভিত্তিক দেশেও ছদ্মবেকারত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেকারত্ব বৃদ্ধির ফলে নানা সামাজিক সমস্যার এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

③ কৃষিজমির হ্রাস :⇒ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষিজমিতে ঘর-বাড়ি এবং নানাধরনের শিল্পকারখানা স্থাপনের ফলে কৃষিজমির পরিমান ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। 1961 সালে ভারতে মাথাপিছু জমির

Teacher's Signature.....

পরিমান ছিল 1.11 একর, 1981 সালে তা কমে দাঁড়ায় 0.62 একরে অর্থাৎ ২০ বছরে প্রায় ৫৫% কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে।

④ খাদ্য সরবরাহ জনিত সমস্যা :⇒ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয় না বলে খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অপুষ্টি জনিত কারনে শিশু মৃত্যু বৃদ্ধি পায়, মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

⑤ শিক্ষার উপর প্রভাব :⇒ অতি জনসংখ্যায় শিক্ষার সুযোগ কমে যায়, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির এক বিরাট অংশ হল শিশু ও কিশোর, এদের শিক্ষার জন্য যে আর্থিক পরিকাঠামোর প্রয়োজন তা এইসব দেশের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

⑥ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যহত :⇒ অতি জনসংখ্যার চাপে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান অনুকূল তা ব্যহত হয়। যেমন- মূল্যবৃদ্ধি দ্রব্যের

জোয়ান হ্রাস পায়, সম্পদের মাত্রা অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে সম্পদ সঞ্চয় কমে যায়, বিদেশী ঋণের পরিমাণ বাড়ে।

⑦ গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বিশ্ব উষ্ণায়ন :⇒

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে শিল্পাঞ্চল, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, যানবাহন থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে। যার ফলে দুই মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্র জলতলের উচ্চতাকেও বৃদ্ধি করছে।

⑧ ওজন স্তরের বিনাশ :⇒ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ওজন স্তরের উপস্থিতি দেখা যায় যা আমাদের সূর্য থেকে নির্গত ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে মনুষ্যসৃষ্ট ক্লোরোফ্লুরোকার্বন এই ওজন স্তরকে ক্ষয় করেছে ফলে অতিবেগুনী রশ্মি সহজেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে যা ভারত তথা সারা বিশ্বে এক বিরাট

সমস্যার সম্মুখীন করবে।

(৯) জীববৈচিত্র্যের হ্রাস :⇒ জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বিপন্নতার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ফলস্বরূপ জীববৈচিত্র্যের হ্রাস পাচ্ছে।

(১০) অনুৎপাদনশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধি :⇒ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দশকপ্রতি হার 17.64%, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতির ফলে যেমন রোগের প্রকোপ কমছে তেমনি মহামারি ও দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে অনুৎপাদনশীল জনসংখ্যা (0-15বছর এবং 60+) দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভারতের একটি বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

(১১) পরিবেশ দূষন :⇒ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে অনিয়মিত ভাবে, ফলে জল, মাটি, বায়ু ও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বনাঞ্চল ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে

SUCCESSFUL™

Teacher's Signature.....

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।

☐ এছাড়াও ভারতের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 'পানীয় জলের সমস্যা', 'অরণ্য বিনাশ', 'মৃত্তিকা ক্ষয়', 'মৃত্তিকা দূষণ', 'কঠিন বর্জ্যের পরিমান বৃদ্ধি', 'মরুকরন', 'অ্যাসিড বৃষ্টির পরিমান বৃদ্ধি', 'দারিদ্রতা', 'গ্রামীন জীবনে দুর্যোগ', 'মাথাপিছু আয় হ্রাস'— এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছে ভারত।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতে খাদ্য উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব একথা বলা যায় যে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় মানব সম্পদ ব্যবহারের সমস্যাটি অধিক প্রকট হয়ে উঠছে। পাশাপাশি জনসংখ্যার অসম ভৌগলিক বন্টনের বিষয়টিও অবহেলার যোগ্য নয়।

❖ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ও তার প্রতিকার :—

① পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহন :⇒ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনের সর্বোত্তম ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি হলো জনসংখ্যা পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহন। যদি সবাই পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহন করে, অর্থাৎ নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা, শুধুমাত্র দুটি সন্তানের জন্ম দেওয়া— তাহলেই আমরা জনসংখ্যার বৃদ্ধি কিছু পরিমানে নিয়ন্ত্রন করতে পারবো।

② জন্মনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ব্যবহারে নারীদের উৎসাহিত করা :⇒ জনসংখ্যার বিস্ফোরন নিয়ন্ত্রনে নারীদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে। নারীরা যদি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খারাপ প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষিত হয়, তবে তারা অবশ্যই যৌন সঙ্গমের সময় জন্মনিয়ন্ত্রন-বড়ি ব্যবহার করবে এবং পাশাপাশি দুটি গর্ভাবস্থার মধ্যে ব্যবধান তৈরী করবে, দুটি গর্ভাবস্থার মধ্যে ব্যবধান তৈরীর এই সময়টি অবশ্যই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার হার নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করে।

③ শিক্ষার প্রসার :⇒ বর্তমান শিল্প সভ্যতার যুগে জনমানের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষার প্রসার হলে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনার মাধ্যমে মনের সংকীর্ণতা দূর হবে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে অবশ্য প্রয়োজনীয় হল জনশিক্ষা।

④ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে জন্মনিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ :⇒ সাধারন মানুষের কাছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির গ্রহনযোগ্যতা অনেক বেশি। এরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারে। পরিবার কল্যান দফতর এই সংস্থাগুলিকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে, ফলে সংস্থাগুলি বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পারে। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে তাই জন্মনিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত লিফলেট, বিজ্ঞাপনগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায় যা মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করে।

SUCCESSFUL™

Teacher's Signature.....

উপসংহার ও মন্তব্য

আমাদের সরকারের জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র জনসংখ্যার সংখ্যাগত নিয়ন্ত্রনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এর সঙ্গে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত পরিযান, শহরে অত্যধিক ভিড় বাড়ার প্রবনতা ও যথেষ্ট বাসযোগ্য স্থান ও সুপরিবেশের ব্যবস্থা ইত্যাদির দিকেও নজর দিতে হবে। এর জন্য যথাযোগ্য নীতি প্রনয়ন ও পরিকল্পনা প্রয়োজন। তাই শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই সমস্যা হিসেবে গন্য না করে এর সঙ্গে সম্পদের প্রাপ্যতাকেও যুক্ত করে দেখতে হবে। পরিবার পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

Teacher's Signature.....

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

আমি আমার শিক্ষক মহাশয় ডঃ স্বর্ণেন্দু মিত্র- এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি আমাকে এই প্রকল্প নির্বাচন করার সুবর্ন সুযোগ দিয়েছেন এবং সবরকমভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পিতা-মাতাকে যাঁরা এই প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহের কাজে আমাকে যথারীতিভাবে সাহায্য করেছেন। তারপর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বড়ো দিদিভাইকে, যিনি আমার এই প্রকল্পটিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে সাহায্য করেছেন।

— গ্রন্থপঞ্জি —

- পরিবেশ বিদ্যা — ডঃ অনীশ চট্টোপাধ্যায়
- জনসংখ্যা ও পরিবেশ শিক্ষা — মদনমোহন চেল ও সুধীর নাগ
- স্নাতক পরিবেশ বিদ্যা — ডঃ শিশির চ্যাটার্জী
- জনসংখ্যা ভূগোল — ডঃ জ্যোতির্ময় সেন

PDF Created Using

Camera Scanner

Easily Scan documents & Generate PDF

GET IT ON Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=photo.pdf.maker